বিমল করের
রৌদ্রছায়া
পরিবেশনা ডেকে ফিল্মস

এস. বি. এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত

বিমল করের

রৌদ্রছায়া

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : পীযূষ বসু

পরিচালনা : **শচীন অধিকারী**

সংগীত পরিচালনা : সুকুমার মিত্র

সহযোগী পরিচালক : বিকাশ মুখার্জী

প্রযোজনা : বিকাশ মুখার্জী ॥ শচীন অধিকারী

সহযোগী প্রযোজনা : মৃণাল রায়

আলোক চিত্র পরিচালনা : কানাই দে

চিত্রগ্রহণ : মধু ভট্টাচার্য

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশ : বিজয় বসু

শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত ॥ জে, জি, ইরাণী, দেবেশ ঘোষ

রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ নিতাই সরকার

কর্মসচিব : কৈলাস বাগচী

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার

নৃত্য পরিকল্পনা : শক্তি নাগ

প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎকুমার মিত্র

গীতিকার : অমিতাভ নাহা

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : মান্না দে ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ বনশ্রী সেনগুপ্ত

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিওপিকস্

পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল ॥ বলরাম চ্যাটার্জী

পোষাক পরিচ্ছদ : ষ্টাইলোফিট ॥ দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ শের আলী

পরিস্ফুটনে : তারাপদ চৌধুরী ॥ বীরেন গুহ

পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : জয়ন্ত বসু ॥ গৌতম মুখার্জী ॥ সুরেশ বসু। চিত্রগ্রহণে : বিমল চৌধুরী ॥ সঞ্জয় সুবেদার। সম্পাদনায় : রমেশ ঘোষ ॥ রবীন সেন ॥ দেবকুমার বড়ুয়া। শিল্পনির্দেশনায় : সুরেশ চন্দ। সংগীতে : ওয়াই, এস, মুলকী ॥ সুবাস মিত্র রূপসজ্জায় : সরোজ মুখার্জী। শব্দগ্রহণে : ইন্দু অধিকারী ॥ সিদ্ধি নাগ। ব্যবস্থাপনায় : পরেশ বসাক ॥ সুনীল ॥ ত্রৈলোক্য ॥ পাঞ্চা। সংগীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। পরিচয় লিখনে : লাল্টু রায়। পোষাক-পরিচ্ছদ : নিমাই সমাদ্দার। প্রচারে : শান্তি দাশগুপ্ত।

॥ ক্যালকাটা মুভিটোন, ইন্দ্রপুরী এবং নিউ থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী ॥ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুধীর সরকার সুদর্শন দাস ॥ খাদু পাত্র ॥ দুখীরাম নস্কর ॥ শান্তি দাস

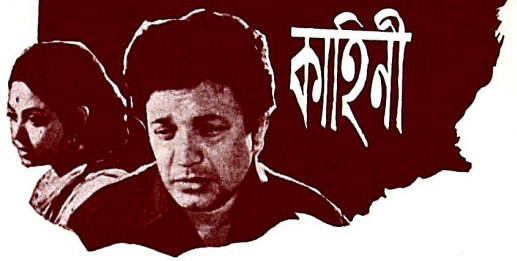

নায়ক পিয়ারীলাল বার্জ শৈশবে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় বাপ-মা'কে হারিয়ে মানুষ হতে থাকে খৃষ্টান মিশনারীতে। কিন্তু কুসংসর্গ তাকে মিশনারীর 'ফাদার' এর স্নেহনীড় থেকে বের করে নিয়ে আসে। ক্রমে সে পরিণত হয় দুর্ধর্ষ ওয়াগন ব্রেকার দলের সর্দারে। নাম হয় 'ওস্তাদ'।

একদিন একটা বড় কাজ করতে গিয়ে দলের একজন করে বিশ্বাসঘাতকতা। সে গোপনে পুলিশে খবর দেয়। অল্পের জন্য পিয়ারীলাল পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যায়। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে উড়িষ্যার রাজগাংপুরে। এখানে পিয়ারী নাম পাল্টে হয়ে যায় 'সাহেব'। স্থানীয় সিমেন্ট কারখানার একজন সত্যনিষ্ঠ কর্মী। পদ্মদা'র সংগে বন্ধুত্ব হয় পিয়ারীলালের। পদ্মদার প্রচেষ্টায় 'সাহেব' স্থানীয় সিমেন্ট কারখানায় একটা চাকরিও পেয়ে যায় খেলোয়াড় হিসাবে। পদ্মদা ও তার স্ত্রী 'যমুনাভাবী'-র সংস্পর্শে এসে পিয়ারী ভালো হয়ে অন্য পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই চায় বাঁচতে, অসৎ পথ পরিত্যাগ করে। 'সাহেব'কে সাহায্য করে হারু সিং এর পালিতা কন্যা কৌশল্যা।

এদিকে সিমেন্ট কারখানা থেকে চোরা পথে হাজার হাজার টাকার সিমেন্ট চুরি হয়। চুরি করে কারখানারই একদল অসাধু কর্মী। কেষ্ট মাইতি ওদের লিডার সে আবার মনে প্রাণে চায় কৌশল্যাকে। কৌশল্যার রূপ-যৌবন কেষ্টকে পাগল করে তোলে।

একদিন কেষ্ট, হারু সিং এর দল রাতের অন্ধকারে যখন ট্রাক বোঝাই করে সিমেন্ট পাচার করতে যাবে, সাহেবের সহায়তায় পুলিশ ওদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সাহেবের প্রমোশন হয়, সাহেব কৌশল্যার রোমান্স-এর কথা কেষ্ট টের পেয়েছিল। তাই জামিনে খালাস হয়ে এসে কেষ্ট প্রতিশোধ নিতে মেতে ওঠে। ঘটনাচক্রে কেষ্টর সংগে দেখা হয় চালির, যে একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে 'ওস্তাদের' ওয়াগন ব্রেকারদলকে ভেংগে দিয়েছিল। কেষ্ট জানতে পারে সাহেব ওরফে ওস্তাদের বিগত জীবনের ইতিহাস। কেষ্ট থানায় গিয়ে জানায় সাহেবের ইতিবৃত্ত। তারপর ??

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রী এম, এইচ, ডালমিয়া (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, উড়িষ্যা সিমেন্ট—রাজগাংপুর)
শ্রী এম, এল, কেডিয়া (উড়িষ্যা সিমেন্ট—রাজগাংপুর)
শ্রী এবং শ্রীমতি বি, আর মেহতা (,,)
মিঃ এস, এস, সাহুকর (রাজগাংপুর)। শ্রীসুচিত ব্যানার্জী, শ্রীমতি নন্দিতা ব্যানার্জী মেসার্স প্রিমিয়ার অটো ইলেকট্রিক। শ্রীসাধন চন্দ্র মুখার্জী, সংসার চন্দ্র মুখার্জী শ্রী এবং শ্রীমতি এম, পি, এন নায়ার, মদন চাঁদ, ইলা চাঁদ। শ্রীকানাই লাল মুখার্জী, ডি, চক্রবর্তী (এসেমব্লি হাউস, কলিকাতা), শ্রীঅচিন্ত্য লাহা, বুয়া মিত্র মিঃ এণ্ড মিসেস্ অরুণ ব্যানার্জী (পাটনা)। মিঃ শিবনাথ দে (মোহনবাগান ক্লাব)। মিঃ বি, রায় চৌধুরী (ষ্টেট ব্যাঙ্ক– সাদার্ন এভিনিউ)। মিঃ মোহরলাল দাঁ (দি আরমারী)। মিঃ এণ্ড মিসেস্ তপন ব্যানার্জী (ইন্দোজার্মান ক্লাব—রাউরকেল্লা)। মিঃ সত্যেন্দ্র নাথ সিংহ (বিষ্ণুপুর শিক্ষা সংঘ)। মিঃ নির্মল ঘোষ (সাউথ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে)। মিঃ অসীম সরকার (কলিকাতা)। মিঃ সুকুমার মজুমদার (ইষ্টার্ণ সাপ্লাই সিণ্ডিকেট)। মিঃ বনওয়ারীলাল আগরওয়ালা (রাজগাংপুর, উড়িষ্যা)। মিঃ পান্নালাল আগরওয়ালা (রাজগাংপুর, উড়িষ্যা)। মিঃ এণ্ড মিসেস্ এ, কে, ওঝা (লানজীভর্না, উড়িষ্যা)। মিঃ মিত্র (একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দরগড়)। মিঃ পট্টনায়ক (এস. পি, সুন্দরগড়)।

শ্রেষ্ঠাংশে :—উত্তম কুমার ॥ অঞ্জনা ভৌমিক ॥ অন্যান্য চরিত্রে :—তরুণ কুমার ॥ কমল মিত্র ॥ মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নির্মল ঘোষ ॥ মৃণাল রায় ॥ রসরাজ চক্রবর্তী ॥ কার্তিক মুখার্জী (কাকা) প্রণব চৌধুরী ॥ মন্মথ মুখার্জী ॥ শিশির মিত্র ॥ তপন দত্ত ॥ অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মনি শ্রীমানী ॥ কানু মুখোপাধ্যায় ॥ স্বপন ভট্টাচার্য ॥ অপু ॥ প্রশুন মুখার্জী ॥ নির্মল কান্তি ঘোষ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিমল মুখোপাধ্যায় ॥ মিহির চক্রবর্তী ॥ জীতেন দাস ॥ গোপাল চট্টোপাধ্যায় ॥ দুলাল পাল ॥ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সতোন বসু ॥ অধীর বসু প্রদীপ গুহ ॥ তপন দাশগুপ্ত ॥ বাঁকা ঘোষ ॥ কমল সরকার ॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অতি দাস ॥ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ॥ মাঃ পার্থ ঘোষ ॥ গোপেন মুখার্জী জীবন গুহ ॥ লক্ষণ দাস ॥ বিমল সাহা ॥ অসীম মুখার্জী ॥ প্রভাত বসু ॥ শ্যাম বড়ুয়া ॥ বেনু সেনগুপ্ত সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ॥ সুলতা চৌধুরী ॥ ছায়া দেবী ॥ নীতা চট্টোপাধ্যায় ॥ মিতা মুখার্জী ॥ অর্চনা চন্দ ॥ নমিতা দাস সুমিতা সরকার ॥ সোমা সরকার ॥ সাধনা পাল নন্দিতা দাস ॥ মীরা নাথ ॥ বীণা কয়াল

বিশ্ব-পরিবেশনা :
জেকে ফিল্মস

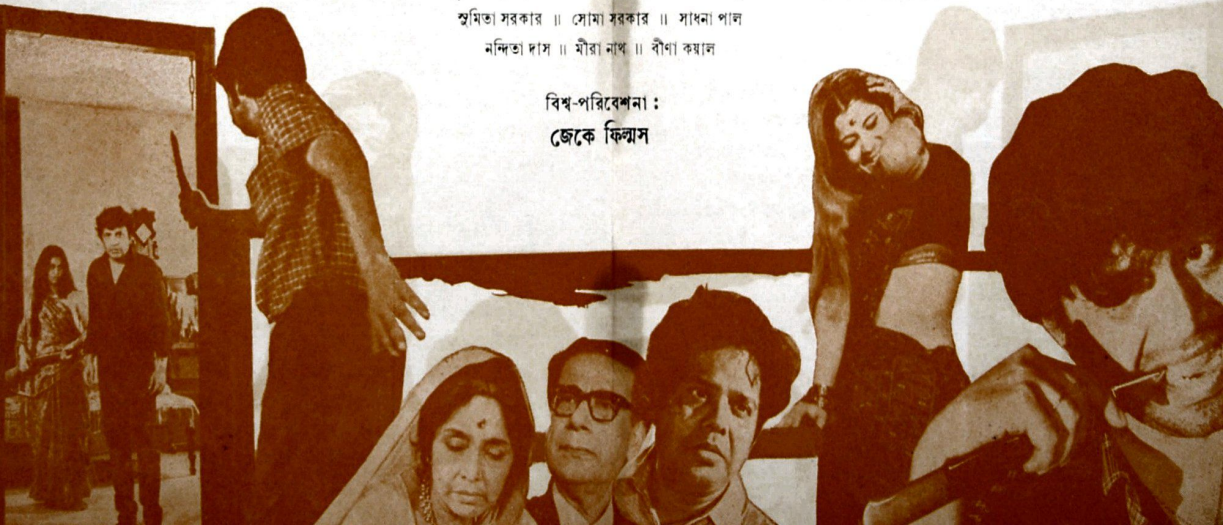

সংগীত

(১)

এ' দূরে দূরে দূরে
এ' আকাশটা দূর থেকে আরও দূরে
সরে সরে যায়
শের হয়নাতো পথ রৌদ্র ছায়ায় ॥
দিক ভুল করা এক পাখীর মতন
ভাগ্যের হাতে আমি বন্দী এখন
জানি না কোথায় নীড়…
বাঁধা হবে কবে কোন সবুজ মায়ায় ॥
ঘর যার নেই তার পথই ঠিকানা,
হারিয়ে যাওয়ার আর নেইতো মানা।
অন্ধ নয়ন মেলে আমি উদাসীন
ভাবিনা এখন হায় রাত কিবা দিন
এই মন কী আশায়
পথের সংগী খোঁজে
পান্থশালায় ॥

(২)

ভালোবাসায় বাঁচি আমি
ভালোবাসায় মরি
শুধু বুঝিনা কে বাসায় ভালো
যীশু কিম্বা হরি ॥
ভালোবাসা কেমন ! আমি
বুঝিনে তার ছল
কাছে যে হায় ডাকে না সে ঝরায়
চোখের জল
শুধু নিজের মনেই সুখের বাসর
ভাঙি আবার গড়ি ॥
জাতের বিচার সবাই করে
প্রেমতো করে না
ভালোবাসার কুল জেনে
আর মন যে ভরে না
নিতাই পাগল যীশু পাগল
পাগল ছিল রাই
রীত মেনে কেউ প্রেম করে নি
দুঃখ পেলো তাই—
হায় কপাল গুণে দুঃখ আমার
বলো না কী করি ॥

(৩)

না, যাবো না
যাবো না ঘরে মিছে আর
পিছু ডাকিস্ না।
যা—যা মন রংগিলা পাখি
যা উড়ে এ দূরে
আলোতে দু'চোখ ঢাকিস্ না ॥
জানি না কেন সে আমায় ডাকে না
সারাদিন ঘরে মন পড়ে থাকে না
ও পাখি তাই ফাঁকিতে পড়ে থাকিস্ না ॥
এ' পাহাড়টাকে ছাড়িয়ে
শালমৌলের গা' দিয়ে
পথ গিয়েছে হারিয়ে
কোথায় কে জানে—
সে যেখানে।
আমি যে সোনার শিকল ছিঁড়ে ফেলে
এসেছি সুখের মুখে আগুন জেলে
সেই সুখের কালি ও মুখে যেন মাখিস্ না ॥

(৪)

ছম্ ছম্ ছম্ চমকে জিয়া
বিগড়ী সজন পিয়া
নিরালী রাত অকেলী পথ
আছি যে চাহিয়া।
মেরে হরদম্ তেরী প্যার কি কসম্
মেরী ছোটী গলি মে—তু
আজারে সনম্
কাছে সে আসে না যে
ভালো সে বাসে না যে
বিশ্বর গন্ধ আশা ওঁকি কলিয়া ॥
ঝড় ঝড় বায়ে বুকের আঁচল উড়ে যায়
লাজে মরি পায়ে ধরি দেখো না আমায়
কথা সে শোনে না যে
কিছু সে বোঝে না যে
বড়ী বেদরদী মোরি সাঁবরিয়া ॥
হায় হায় হায় আমি করি কি উপায়
লজ্জা সরম ধরম্ ভরম্ সবি চলে যায়
কি করে মুখ দেখাবো
কোথায় এ মুখ লুকাবো
মধু খেয়ে বঁধু মোর
যায় চলিয়া"

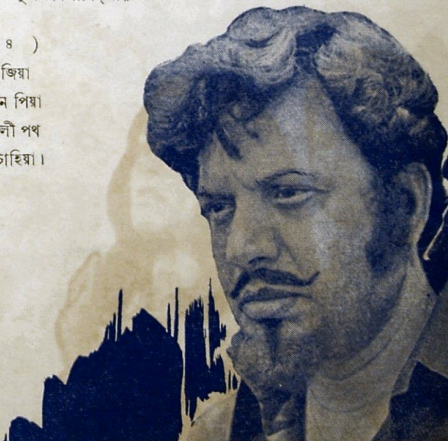

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী ছবি

সোমা ফিল্মস্ নিবেদিত

শেষ বিচার

কাহিনী·সুখেন দাস

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
সংগীত·সুধীন দাশগুপ্ত

বিশ্ব-পরিবেশনা/জেকে ফিল্মস্

জেকে ফিল্মস্ ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং পি. বি. এস. প্রিণ্টার্স ৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।